দৈনিক খবর

তারিখ 30 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিশু শিক্ষা ও শিক্ষকের ভূমিকা

জুন্নুন মাহমুদ খান

বিগত ২৩শে জুলাই '৯৩ দৈনিক খবর-এ পায়ে শেকল পরানো চট্টগ্রাম মহানগরীর পূর্ব ফিরোজশাহ কলোনিতে অবস্থিত একটি মাদ্রাসা ও এতিমখানায় শিশুদের যে কিভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে তা হয়তো অনেকে পড়েছেন এবং ছবিটি দেখেছেন। দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আপনাদের সকলের মতো আমার নিজের বিবেকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে এ ঘটনা। কিভাবে এ মাদ্রাসায় শিশুদের ওপর নির্যাতন চালান হচ্ছে, এরা কি করে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেলো? এরা তো নিষ্ঠুর অপরাধী হিসেবে জেলখানায় অবস্থান করার কথা। এরা কি শিক্ষা দেবে বর্তমান প্রজন্মকে? হিংস্র পশু যাদের অন্তরে তারা শিক্ষাদান করছে শিশুদের। এদের কাছ থেকে আমরা কি শিক্ষা আশা করতে পারি? হয়তো আমরা জানি না সারা দেশে এভাবে কত হিংস্র পশু শিক্ষক রয়েছে যাদের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে প্রতিদিন আগামী দিনের আমাদের প্রতিনিধিত্বকারী আজকের ছোট শিশুরা।

পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ রাব্বুল আলআমিন বলেন, 'সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক আল্লাহতায়ালাহ মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও ভাষা শিক্ষা দিয়াছেন।' মানব জন্মের সাথে ভাষার এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করলেই ভাব প্রকাশ পায় না। শব্দ বিশেষের সাথে অর্থ বিশেষের সংযোগ সাধন-এর ফলে বক্তার মনোভাব পূর্ণতরভাবে প্রকাশিত হয়। মানব জন্মের পর শিশু তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বিভিন্ন শব্দ শিক্ষা গ্রহণ করে। যখন একটি শিশু চিন্তা করতে, ভাবতে, বুঝতে পারে, তখন তাকে পিতা-মাতা শিক্ষকের সাহচর্যে স্কুল গৃহে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে প্রেরণ করেন। শিশু শিক্ষা এবং শিক্ষক-এ দু'টি শব্দ শিক্ষা ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা জাতির আশা-আকাংখা ও ভরসাস্থল। অফুরন্ত প্রতিভা নিয়ে বিকাশোন্মুখ পুষ্প কলির ন্যায় স্বাভাবিক আলো ও বাতাসে বর্ধিত হওয়ার উদগ্র বাসনা নিয়ে স্কুলে আসে। ফুটবার আগে সে যেন ঝরে না পড়ে। শিক্ষকের দায়িত্ব অসীম ও গুরুত্বপূর্ণ। ত্রুটিপূর্ণ আবহাওয়ায় লালিত-পালিত ও বর্ধিত শিশু জানবার, শিখবার উন্মেষের সহায়ক। কাজেই অনুরাগকে সতত পর্যবেক্ষণ দ্বারা অব্যাহত রাখা শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তব্য। শিক্ষক শিশুর মধ্যে সৃজনী শক্তি সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু বিশ্বাস ও ভালোবাসা অর্জন করে স্কুলের অনুকূলে আবহাওয়ায় তার সুপ্ত সৃজনী প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করতে পারেন। আদর্শ মানুষ তৈরী করা জন্যে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন। স্কুল মূলতঃ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা সামাজিক ব্যবস্থা। স্কুল সমাজে শিক্ষার প্রতিচ্ছবি বৈ আর কিছু নয়। স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু ভবিষ্যতে সমাজের কার্যকরী সদস্য হবার যেন যোগ্যতা লাভ করে। তার যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে সে সমাজের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসবে। শিক্ষক সমাজের সেবক। শিশুর ব্যক্তিত্ব শিক্ষকের কাছে পবিত্র। এ ব্যক্তিত্বের বিকাশই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের জন্যই শিক্ষা। যার ফলে সামাজিক উৎকর্স সাধিত হয়। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ও সামাজিক উৎকর্ষ দুই-ই পরিণামে এক। শিশু উদগ্র বাসনা নিয়ে শিক্ষকের সাহচর্যে আসে। সে চায় একটু ভালোবাসা, অনাবিল প্রেম, স্নেহ মিশ্রিত চকিত চাহনি। স্কুল গৃহের সম্প্রসারণ বৈ কিছু নয়। শিশুমন না হলে শিশুর মনোবাগানের দ্বারোদঘাটন করা বিপজ্জনক, সু-শিক্ষার অন্তরায়। শিশুকে জানতে, শিখতে ও বুঝতে হলে শিশু এবং শিশু পরিবেশের সাথে পরিচিত হওয়াই শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। শিশু তার গৃহে ৩/৪ ভাগ সময় অতিবাহিত করে। স্কুলে থাকে মাত্র ১/৪ ভাগ সময়।

গৃহের শিক্ষা ও স্কুলের শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধান অপরিহার্য কর্তব্য। গৃহের প্রতিকূল আবহাওয়া ও স্কুলের অনুকূল আবহাওয়ায় সে যেন হাবুডুবু না খায়। এ পর্যায় অতিক্রম করে শিক্ষককে শিশুর শিক্ষাসূচী নির্ণয় করতে গিয়ে দেখতে হবে-শিশুর বয়স, সামর্থ্য, অভিরুচী, ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশ ও বুদ্ধির তারতম্য। শিশুকে পড়ানোর আগে শিশুকে পড়া চাই। শিশু পর্যবেক্ষণ ও পরিক্ষণ অত্যাবশ্যক। শিশু কিরূপ হবে এ লক্ষ্য নয়, সে কিসের উপযুক্ত সেদিকে তাকবে লক্ষ্য। তার অনুরাগ ও বিরাগের সাথে নিজেকে পরিচিত করে নিতে হবে শিক্ষককে। অনুরাগ শিক্ষার প্রাণ। অনুরাগ ক্রমবর্ধমান শক্তির ভবিষ্যৎ জীবনের কৃতকার্যতা-তার শক্তির ওপর নির্ভরশীল সমগ্র মানব জীবন [illegible] পরীক্ষণ প্রণালী। জীবনযাপন পদ্ধ[illegible]বেক্ষণ ও কর্মসংযোগের ওপর নির্ভ[illegible]ল সমাজ ক্ষেত্র বিশেষ। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মাধ্যমে সমাজের আদর্শ ও পরিবেশে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধিত হয়। সমাজে শিশুর জন্ম। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের বিকাশ ও পরিণতির মূল উৎস তার শৈশবকাল। শৈশবের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ বিকাশ। শিশুর মাঝে পূর্ণ মানুষটি বিদ্যমান। কবির ভাষায়-'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে, পাঁপড়ি পাতার বন্ধনে।'

তাই শিশু শিক্ষায় শিশুর স্থান সর্বোচ্চ। প্রাণহীন শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে প্রকৃতির স্বাধীন আর স্বাভাবিক পথে শিশুকে শিক্ষা প্রদান করা। রবীন্দ্রনাথ বলেন 'প্রণালীর বটিকা গিলায়ে কোন কবিরাজ আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না।' তাই সব কিছুই নির্ভর করে মানুষ শিক্ষকের ওপর। শিশুরা যদি ভাব প্রকাশ করার সুযোগ-সুবিধা না পায় তবে তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। শিশুকে নির্যাতন করে শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। হতাশ শিক্ষক যে সমাজের পক্ষে কতবড় বিপদ ও ক্ষতিকর বহু ক্ষেত্রে সমাজ আজো সে কথা পুরোপুরি বুঝেনি। এ সমস্ত শিক্ষক-এর অপসারণ অতি জরুরী এবং শিক্ষকদের শিশু শিক্ষা প্রদানের জন্যে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।